বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

সূত্র নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/মুখপাত্র (৫ম খন্ড)/২০১৯/২৮৭ তারিখঃ ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: নেগেটিভ ইক্যুইটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারের নেগেটিভ ইক্যুইটি (Negative Equity) বা ঋণাত্মক মূলধনের সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান বিগত সময়ে নেগেটিভ ইক্যুইটি একাউন্টের সব শেয়ার বিক্রি করে এবং মূল কোম্পানি থেকে তার সাবসিডিয়ারিকে বাড়তি মূলধনের যোগান দিয়ে এ সংকট থেকে বের হয়ে এসেছে। তবে অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও নেগেটিভ ইক্যুইটি সমস্যা হতে বের হতে পারেনি। কমিশন আশা করে স্বল্পতম সময়ে বাকি থাকা বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

নেগেটিভ ইক্যুইটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর পরিমাণ ও সংখ্যা সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ নেগেটিভ ইক্যুইটি শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনার নির্দেশ সম্বলিত যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নে অন্তরায়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে Securities and Exchange Ordance. 1969 এর Section 20A-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশনের নির্দেশনা নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৯৬ তাং ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬, বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২০৩ তাং ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭, বিএসইসি/এসআরআই/এমবি-পলিসি/৫/২০১৯/৪৯১ তাং ২৭ জুন, ২০১৮ এবং সর্বশেষ পত্র নং বিএসইসি/এসআরআই/পলিসি-৩/২০২০/৬৮ তাং ১২ জানুয়ারি, ২০২০ ও বিএসইসি/এসআরআই/এমবি/পলিসি-৫/২০২০/১৩২ তাং ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত স্টক ডিলার হিসাব, স্টক ব্রোকার এর মার্জিন হিসাব ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের নিজস্ব ও মক্কেলের পোর্টফোলিও পুন:মুল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংক্রান্ত ঐচ্ছিক সুবিধার মেয়াদ ৭ম বারের মত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনগুলোর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত করা হয়। উল্লেখ্য, জানুয়ারি, ২০২০ সালের পরে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক আর কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

28-02-22

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd